অতি জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১৩৭.৯৯.০০১.১৮- ৪৬৪

তারিখঃ ২৮ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
১৪ চৈত্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ "ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" এর ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের স্মারক নং-৫৬.০০.০০০০.০২১.২৯.০০১.১৯.৫৩, তারিখঃ ২৫/০২/২০১৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে গত ০৬/০৮/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হল। প্রেরিত কার্যবিবরণীর আলোকে ০৬/০৮/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে "ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" এর ২য় সভায় গৃহীত ক্রমিক নং-৪.১, ৪.২, ৪.৫, ৪.৬, ৫.৩, ৮.৪, ৮.৫, ১০.১, ১০.৬ এবং ১৩.২-এর সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৪/০৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে জরুরিভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

২৮/৩/১৯

(শাহিনা খাতুন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭৯৮৫
sasodmin1@mohfw.gov.bd

বিতরণঃ

১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট।
২. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩. চিফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েব সাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৫. ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ই-সেবা উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা
www.ictd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০২১.২৯.০০১.১৯.৫৩

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বিষয়: **"ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" এর ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ০৬.০৮.২০১৫ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে চামেলী সভাকক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা তে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং- ৪.১, ৪.২, ৪.৫, ৪.৫, ৪.৬, ৫.৩, ৮.৪, ৮.৫, ১০.১, ১০.৬ এবং ১৩,২ সিদ্ধান্তসমূহ সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ ও সংস্থা সংশ্লিষ্ট।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৭/০৩/২০১৯ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ২য় সভার কার্যবিবরণী।

মোঃ নবীর উদ্দীন
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
ফোন: ০২-৮১৮১১৯৫
ইমেইল: nobir@ictd.gov.bd

বিতরণ :

১) সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
২) সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ
৩) সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
৬) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭) সচিব, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
৮) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৯) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১০) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১১) সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
১২) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১৩) সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৪) সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৫) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
১৬) সচিব , সচিবের দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৭) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
১৮) সচিব, সচিব মহোদয়ের দপ্তর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মন্ত্রণালয়

১৯) সচিব, সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২০) সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২১) সচিব (ভারপ্রাপ্ত), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২২) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

২৩) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

২৪) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৫) সচিব (ভারপ্রাপ্ত), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৬) ভারপ্রাপ্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২৭) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

২৮) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০২১.২৯.০০১.১৯.৫৩/১(২)

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

২) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আইসিটি অনুবিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

২৫-২-২০১৯
মোঃ নাজমুল হক খন্দকার
সহকারী মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিসিসি ভবন (৫ম তলা), আগারগাঁও, ঢাকা।

"ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" এর ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
সভার স্থান : চামেলী সভাকক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
তারিখ ও সময় : ০৬.০৮.২০১৫ খ্রি.; সময়: সকাল ১১:০০ টা
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট- "ক"

সভার শুরুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং লাখো শহীদের ত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে "ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" কমিটির সভা শুরু করেন। কমিটি গঠন হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত বর্তমান সরকারের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও অগ্রগতির বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার যাত্রা শুরু করেছিল ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জনগণ বিভিন্ন ধরনের নাগরিক সেবা প্রাপ্তিতে তার সুফল ভোগ করছে। বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে বিধায় বাংলাদেশ আজ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করেছে। জনগণ আজ স্বাধীনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য-সেবা পাচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে দুর্নীতি হ্রাস ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন জনমানুষের কল্যাণ করাই ছিল জাতির পিতার রাজনীতির একমাত্র ব্রত। কিন্তু বাঙালি জাতি যখন তাঁর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক মুক্তি ও একটি সুন্দর জীবন পাওয়ার প্রত্যাশায় যাত্রা শুরু করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ সালে তাঁকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে জাতির আশা-আকাঙ্খা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকার জাতির জনকের সেই স্বপ্ন নিয়ে পুনরায় কাজ শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের জন্য কাজ করা এবং মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাই তাঁর সরকারের রাজনীতি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল তা বর্তমানে অত্যন্ত গতিশীল ও বাস্তব রূপ লাভ করেছে। ডিজিটাল সেন্টারগুলো প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে সেবা দিয়ে আসছে এর ফলে জনগণের হয়রানি দূর হয়েছে, অফিসে কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বোপরি সরকারের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে যাতে কোন ডিজিটাল বৈষম্য সৃষ্টি না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। তিনি বিগত সভার বাস্তবায়িত কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আরো দ্রুত গতিতে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আগামী দিনগুলোতে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। উল্লেখ্য, সভার শুরুতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ সভা করার সময় প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-কে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সকল সদস্যকে স্বাগত জানান।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব সভার কার্যপত্র ও কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ পাওয়ারপয়েন্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। আলোচ্যসূচী অনুসারে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং উপস্থিত সদস্যগণ আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

০৩। **আলোচ্য বিষয় -১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের ১ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।**

সিদ্ধান্ত:

৩.১: বিগত ০৩ আগষ্ট ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত "ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" এর কার্যবিবরণী সর্বসম্মতভাবে নিশ্চিত করা হয়।

০৪। **আলোচ্য বিষয় -২ : ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ১ম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।**

আলোচনা:

সভায় বিগত ০৩ আগষ্ট ২০১০ তারিখের ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ১ম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়। বিশেষ করে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এর বিভিন্ন মেয়াদী কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়সমূহ কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প, কর্মসূচিসমূহ

উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত বিষয়ে সদস্যবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ও মতমত প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত

৪.১: ১ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম এবং প্রকল্পসমূহ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ ও সংস্থা)

৪.২ : মন্ত্রিসভা বৈঠকে ০৬ জুলাই ২০১৫ তারিখে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত নীতিমালায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য সুনির্দিষ্ট করণীয় নির্ধারণ করা আছে। সে আলোকে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। আইসিটি বিভাগ বিষয়টি সমন্বয় করবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ ও সংস্থা)

৪.৩ : ডিজিটাল অপরাধ রোধকল্পে আগামী ০৩ মাসের মধ্যে বিটিআরসি সকল অবৈধ/বেনামী/ক্লোন মোবাইল সিম বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং মোবাইল সিমের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও বিটিআরসি)

৪.৪ : টেলিটক লিমিটেড-কে সক্রিয় ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার লক্ষ্যে পিপিপি মডেল অনুসরণ করার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.৫ : সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থা আগামী ০৬ মাসের মধ্যে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার নিম্নে সকল ক্রয় ই-টেন্ডারিং সিস্টেমে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পর্যায়ক্রমে সকল টেন্ডার ডিসেম্বর ২০১৬খ্রি: এর মধ্যে ই-টেন্ডারিং সিস্টেমে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইএমইডি বিষয়টি বাস্তবায়ন করবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ ও সংস্থা)

৪.৬ : যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইট বাংলা ও ইংরেজীতে হালনাগাদকরণ করা হয়নি তারা দ্রুততম সময়ে উভয় ভাষায় ওয়েবসাইট তৈরী করে তা হালনাগাদকরণ অব্যাহত রাখবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরকে বাংলা ভাষার সকল প্রমিতমান বজায় রাখতে হবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা)

৪.৭ : ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এর মূল্য গ্রাম পর্যায়ে ভোক্তাদের ক্রয় সামর্থের মধ্যে রাখার জন্য এনটিটিএন, আইএসপি এবং মোবাইল অপারেটরগণের প্রতি নির্দেশনা দিতে বিটিআরসি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজনীয় সংশোধন করবে। পাশাপাশি সেবার মানও বজায় রাখতে হবে।
(বাস্তবায়নে: বিটিআরসি এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)

৪.৮ : বাংলা ওসিআর এবং বাংলা করপাস এর ব্যবহার সকল পর্যায়ে উৎসাহিত করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে টেক্সট-টু-স্পীচসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে:তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলা একাডেমী)

০৫। আলোচ্য বিষয়-৩ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অগ্রগতি উপস্থাপন।

আলোচনা:

আইসিটি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

৫.১: আইসিটি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্প/কর্মসুচি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় ইতিবাচক সমর্থন ও সহায়তা দিবে। আইসিটি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
(বাস্তবায়েনে: অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৫.২: সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে এবং ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশনের জন্য সহায়ক নীতিমালা ও বিধিমালা সহজীকরণ করতে হবে।
(বাস্তবায়েনে: অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৫.৩: আইসিটি নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সহায়তা প্রদান করবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা)

০৬। আলোচ্য বিষয় -৪ : ডিজিটাল গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:
ডিজিটাল গভার্ণেন্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভায় বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:
৬.১: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আগামী এক বছরের মধ্যে National Enterprise Architecture (NEA) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। NEA বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তা নিরসনে বিদ্যমান আইন ও বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নে প্রস্তাব পেশ করবে।
(বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

৬.২: সচিব (সংস্কার ও সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নেতৃত্বে একটি কমিটির মাধ্যমে NEA এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ উক্ত কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিবে।
(বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপষিদ বিভাগ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৬.৩: বিটিসিএলসহ সংশ্লিষ্ট সকল NTTN অপারেটর দেশব্যাপী স্থাপিত এ ব্যাকবোন নেটওয়ার্কের ২৪/৭ নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।
(বাস্তবায়নে: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)

৬.৪: সকল NTTN অপারেটর তাদের দেশব্যাপী বিদ্যমান Transmission Network এর ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করবে। এ বিষয়ে বিটিআরসি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
(বাস্তবায়নে: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিটিআরসি)

৭। আলোচ্য বিষয় -৫ : শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটাল রুপান্তর কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ভিশন বাস্তবায়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ, সকল কন্টেন্ট ডিজিটালাইজ করা, ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানসহ কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবং সকল শিক্ষার্থীর হাতে ডিজিটাল ডিভাইস পৌঁছানো প্রয়োজন। এ জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা থাকা দরকার মর্মে আলোচনায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:
৭.১: পর্যায়ক্রমে সকল পর্যায়ের সকল পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৭.২: সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)

৭.৩: পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবং তার সক্রিয়ভাবে ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে।
(বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৭.৪: সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)

৭.৫: পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থীর হাতে সাশ্রয়ী মূল্যে ডিজিটাল ডিভাইস পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৭.৬: শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের জন্য একটি রোড ম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি সমন্বয় করবে।
(বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)

৮। আলোচ্য বিষয় -৬ : সাইবার সিকিউরিটি/ডিজিটাল সিকিউরিটি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:

দেশে সাধারণ জনগনের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে সাইবার ক্রাইমের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারকে নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন অত্যাবশ্যক মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

৮.১: দ্রুততম সময়ে সাইবার নিরাপত্তা/ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং পাশাপাশি বিদ্যমান আইনগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

৮.২: জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাউন্সিল এবং জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সী দ্রুত গঠন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

৮.৩: অপরাধ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য Controller of Certifying Authority-CCA কার্যালয়ে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব স্থাপন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৮.৪: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর সরকার অনুমোদিত Information Security Policy Guideline-2014 অনুসরণ করবে। বিসিসি উক্ত গাইডলাইন অনুসরণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ/সহায়তা প্রদান করবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা)

৮.৫: পর্যায়ক্রমে সকল IP Address IPv6 এ রুপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল)

৯। আলোচ্য বিষয় -৭ : হাইটেক পার্ক/ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন সম্পর্কিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:

হাইটেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন সংক্রান্ত বিষয় ও আইটি শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় হাইটেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন কাজ ত্বরান্বিত এবং দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

৯.১: কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক সংলগ্ন বিটিসিএল এর ৯৭.৩৩ একর জমি হাই-টেক পার্ক অথরিটি এর অনুকূলে বিনামূল্যে/ টোকেন মূল্যে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)

৯.২: দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য হাই-টেক পার্ক অথরিটি এর অনুকূলে বিনামূল্যে/টোকেনমূল্যে সরকারী খাস জমি প্রদান করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা এবং হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ)

৯.৩: বেসরকারী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনে ঋণ হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য হাই-টেক পার্ক অথরিটি এর জন্য বিশেষ বাজেট রাখতে হবে।
(বাস্তবায়নে: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৯.৪: আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য তথ্য প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশে Offshore Development Center (ODC) স্থাপনে সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৯.৫: জাপানসহ অন্যান্য উন্নত দেশের বিনিয়োগকারীদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে (G2G, G2B এবংB2B) বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বিনিয়োগ বোর্ড)

৯.৬: সরকারি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের বিদেশ সফরকালীন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির পাশাপাশি উন্নত দেশসমূহের তথ্য প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বাংলাদেশে বিনিয়োগের বিষয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বিনিয়োগ বোর্ড)

৯.৭: বাস্তবতার নিরিখে Equity Entrepreneurship Fund (EEF) এর বাস্তবায়ন নীতিমালা ও কৌশল পরিবর্তন ও সংশোধন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৯.৮: আগামী ৩ বৎসরে ICTখাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে প্রত্যক্ষভাবে ৫৭,০০০এবং পরোক্ষভাবে ৪৩,০০০ মোট ১,০০,০০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্রেস গ্র্যাজুয়েট এর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এখনই ঢাকা বা ঢাকার আশেপাশে STP স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয়)

৯.৯: বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরআকৃষ্ট করতে Industry Promotionবাড়াতে হবে, প্রয়োজনে Lobbyist/Public Relations Firmনিয়োগ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিনিয়োগ বোর্ড)

৯.১০: বিদেশী ই-কমার্স শিল্পসমূহ বাংলাদেশে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই দেশী ই-কমার্স শিল্পের সাথে Joint Venture (50:50)এ ব্যবসা করতে হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বিনিয়োগ বোর্ড বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিনিয়োগ বোর্ড)

৯.১১: তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে সে জন্য Small Capital Stock Exchange (SCSE) গঠন করতে হবে। বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
(বাস্তবায়নে: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন)

৯.১২: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সক্ষমতা ও ভাবমূর্তি বিদেশে তুলে ধরার জন্য (Branding) বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে সে দেশের স্থানীয় উপযুক্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৯.১৩: যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্যএবং মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশী বাজার সম্প্রসারণে Sales Consultant/ Business Development Consultant নিয়োগ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, Business Promotion Council এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৯.১৪: ITও ITESসেক্টরে হার্ডওয়্যারকে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং Harmonized System Codes (HS Code) নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতিকে সম্পৃক্ত করার বিষয়েNBRপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.১৫: হাই-টেক পার্কসমূহে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: বিদ্যুৎ বিভাগ)

১০। **আলোচ্য বিষয়-৮ : আইটি ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।**

আলোচনা:
ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরী। এ লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

১০.১: প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইসিটি ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা/রোডম্যাপ প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করবে। (বাস্তবায়নে:সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা)

১০.২: আইসিটি বিভাগ সকল প্রশাসনিক বিভাগে আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করবে।

১০.৩: শিক্ষা মন্ত্রণালয় ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবে।

১০.৪: ইনোভেশন, ডিজাইন ও এক্সেলেন্স একাডেমি এবং আরএনডি সেন্টার (IDEA)এবং জাতীয় আইসিটি প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং সফটওয়্যার ফিনিশিং স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে:বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

১০.৫: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
(বাস্তবায়নে:বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

১০.৬: নারীদের আইটি প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে:প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা)

১০.৭: আইসিটির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বনির্ভর করার জন্য বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
(বাস্তবায়নে:মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়)

১১। আলোচ্য বিষয় -৯ : সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি স্থাপন ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:
সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি স্থাপনের লক্ষ্যে বিটিসিএল ও আইসিটি বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই সকল কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে ২০১৮ সালের মধ্যে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হবে বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

১১.১: সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০১৮ সালের মধ্যে কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একই সাথে স্কুল, কলেজসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতসহ গ্রাম পর্যায়ে 3G নেটওয়ার্কের পরিধি সম্প্রসারণ এবং ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করতে হবে। এ সকল কার্যক্রমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপে এনটিটিএন অপারেটরসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ডমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটি বিষয়টি মনিটরিং করবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ডমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটি)

১২। আলোচ্য বিষয় -১০ : ইতোমধ্যে স্থাপিত নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি এর স্থায়িত্ব (Sustainability) নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:
সরকারি অফিসসমূহে কানেক্টিভিটি স্থাপনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী স্থাপিত নেটওয়ার্ক-এর স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

১২.১: সরকারি অফিসসমূহে স্থাপিত নেটওয়ার্ক যথাযথ পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ এর জন্য Network Operation Centre (NOC) পরিচালনার উপযোগী দ্রুত নুতন পদ সৃষ্টি এবং জনবল নিয়োগ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)

১২.২: অর্থ বিভাগ নেটওয়ার্কের জন্য প্রয়োজনীয় Transmission Bandwidth এবং Internet Bandwidth এর ব্যয় নির্বাহ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বিসিসি'র অনুকুলে বরাদ্দ প্রদান করবে।
(বাস্তবায়নে: অর্থ বিভাগ)

১২.৩: সংশ্লিষ্ট সকল NTTN Operator যথা: BTCL, Fiber@Home এবং Summit Communications Ltd. আলোচ্য নেটওয়ার্কের সংশ্লিষ্ট কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)

১৩। আলোচ্য বিষয় -১১ : সরকারী বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার সাথে আইসিটি কার্যক্রমের সমন্বয় সম্পর্কিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা হতে আইসিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সু-সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

১৩.১: আইসিটি সংক্রান্ত যে কোন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের Project Evaluation Committee (PEC) এর সভায় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটির সভায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থা)

১৩.২: সরকারী দপ্তরসমূহে ডাটা সেন্টার স্থাপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ডাটা সেন্টারের সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে। আইসিটি বিভাগ বিষয়টি সার্বিক সমন্বয় করবে। উক্ত কার্যক্রম ডমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটি মনিটরিং করবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থা এবং ডিএনসিসি)

১৪। আলোচ্য বিষয় -১২ : বিবিধ

আলোচনা:
এ পর্যায়ে সভায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

১৪.১: জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন প্রবর্তিত ডিজিটাল সিস্টেমের সাথে সমন্বয়পূর্বক মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (MRP) কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

১৪.২: জমি ক্রয় বিক্রয় সংশ্লিষ্ট জটিলতা নিরসনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত দলিল নিবন্ধন (Deed Registration) প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন বিষয়ক প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

১৪.৩: দেশে পর্যটন শিল্পের প্রসার, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ভ্রমণকারীদের মেশিন রিডেবল ভিসা (MRV) প্রদান করা প্রয়োজন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৪.৪: বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরী কমিশন (বিটিআরসি) ২০১৭ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ নিশ্চিত করতে এতদুদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করবে।

সভায় উপস্থিত হওয়া এবং আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
চেয়ারপারসন
ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা ৩৯.০৭৫.০০৬.০০.০০.০০৫.২০১০-১৩১

তারিখ ০৩ রা ভাদ্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
১৮ আগস্ট ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের' ১ম সভার কার্যবিবরণী ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ০৩/০৮/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের' ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি বর্ণনা মোতাবেক।

(আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী)
পরিচালক
৫৮১৫১৩০৫

সচিব
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

শাহিদ হাসান
উপ-সচিব
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ
প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

E:\Info\Science and Technology_2009_10\Internal Letter_2009.doc 10:30 AM 18/8/2010

১.২ সিদ্ধান্ত ঃ

উপস্থিত সদস্যবর্গ বিগত ১১.০৮.২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্তসমূহ অবহিত হলেন।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ বিগত ১১.০৮.২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের ৬ষ্ঠ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

২.১ আলোচনা ঃ

সভায় বিগত ১১.০৮.২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী (পিজিসিবি) এর অব্যবহৃত ফাইবার অপটিক ব্যবহারের ভবিষৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানান যে, পিজিসিবি এর অব্যবহৃত ফাইবার অপটিকের একটি পেয়ার গ্রামীণ পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য বিটিসিএলকে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং এ বিষয়ে আভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক সমন্বয় কমিটি কাজ করে যাচেছ।

২.২ সিদ্ধান্তঃ

সদস্যবৃন্দ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক টাস্কফোর্সের ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হলেন।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ এবং হালনাগাদকরণ ঃ

৩.১ আলোচনা ঃ

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ এ বর্ণিত বিভিন্ন করণীয় বাস্তবায়ন, শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, কানেকটিভিটি সম্প্রসারণ, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছানো এবং দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এর প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ যেমন- বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশে আইসিটির ব্যবহার, অনলাইনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের টিকিট প্রাপ্তি, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভূটান এর মধ্যে আঞ্চলিক কানেকটিভিটি, সচিবালয়সহ ঢাকাস্থ বিভিন্ন প্রধান কার্যালয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি সংস্থা সমূহের মধ্যে একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক সৃষ্টি, সকল জেলায় তথ্য বাতায়ন তৈরী,সমন্বিত ওয়ান ষ্টপ জাতীয় পোর্টাল তৈরী, ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য কেন্দ্র চালু, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিল পরিশোধ, টিনিফলের পুর্জির ব্যবস্থাপনা, হেলথ সেন্টারে ইন্টারনেট ও মোবাইল সংযোগ প্রদান এবং টেলিমেডিসিন সেন্টার তৈরী, রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে অনলাইন নিবন্ধন; অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস, ই-পেমেন্ট সুইচ, মোবাইল ব্যাংকিং, আইপি টেলিফোনি ব্যবস্থা, ইন্টারনেট ব্যান্ড উইডথ এর মূল্য হ্রাসসহ বিভিন্ন অগ্রগতির বিবরণ সভায় তুলে ধরা হয়।

শাহিদ হাসান
উপ-সচিব
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ
প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

করা অফিসসমূহে আইসিটিতে [illegible]

অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয়তার বিষয় আলোচনা করা হয় এবং এর প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো সভায় উপস্থাপন করা হয়।

জনাব মোস্তফা জব্বার আলোচনায় অংশ নিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার জন্য বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পজেটিভ ইমেজ সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করে তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরের পক্ষ হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সকল কাজে বাংলা ভাষায় তথ্য প্রদান আবশ্যিক করা সহ ই-ফাইলিং চালু করার বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একই সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বিত কার্য পরিচালনার আহ্বান জানান। বেসিসের সভাপতি জনাব মাহবুব জামান ভবিষ্যতের জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত সকল কাজে সমন্বয়ের বিষয়েও জোর দেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী সভাকে জানান, ইতোমধ্যে তাঁর মন্ত্রণালয়ের আওতায় রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সেবা অনলাইন করা হয়েছে। ফলে স্বল্প সময়ে কোম্পানী নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাচ্ছে। জনাব অনন্য রায়হান আলোচনায় অংশ নিয়ে আমাদের দেশের ব্যান্ডউইডথ এর মূল্য দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশী উল্লেখ করে তা হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তার বিষয় সভায় তুলে ধরেন। বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান তাঁর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইসিটি বিষয়ক গৃহীত বিভিন্ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান আগামীতে 3G লাইসেন্স প্রদানসহ এসএমএস এর চার্জ কমানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মুখ্য-সচিব বলেন যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার আলোকে সকল দপ্তরে ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাক্ষ্য আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি আইসিটি বিষয়ক বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ও আইসিটি কেন্দ্রিক একটি টিভি চ্যানেল চালু করার বিষয়েও সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিষয়গুলি সম্পর্কে বর্তমান সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ই-কমার্স ও ক্রেডিট কার্ডের প্রবর্তনের গুরুত্ব সভায় তুলে ধরেন। চেয়ারপারসন বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সকল প্রকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য এ বিষয়ে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন। টিভি চ্যানেল সম্পর্কে চেয়ারপারসন বলেন, সংসদ বিষয়ে যে টিভি চ্যানেল চালু হচ্ছে সে চ্যানেলে সংসদ অধিবেশন চলার সময়ের বাহিরে শিক্ষা ও আইসিটি সম্পর্কে অনুষ্ঠান প্রচার করা সম্ভব।

৩.২ সিদ্ধান্ত ঃ

৩.২.১ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ এ বর্ণিত বিভিন্ন মেয়াদী কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়সমূহ প্রয়োজনীয় প্রকল্প, কর্মসূচী অথবা উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়নকারী ঃ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

শাহিদ হাসান
উপ-সচিব
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ
প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩.২.২ সরকারী সকল সংস্থার ওয়েবসাইটে যথাযথভাবে বাংলা ও ইংরেজীতে তথ্য সন্নিবেশিত করে নিয়মিত হালনাগাদকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারীঃ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৩.২.৩ গ্রাম পর্যায়ে স্বল্পমূল্যে দ্রুতগতির টেকসই ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী ঃ বিটিআরসি, বিটিসিএল ও ডোমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

৩.২.৪ বাংলা ভাষায় Optical Character Recognition, Spell Checker, Text to Spech ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার উদ্ভাবনের জন্য বাংলা কম্পিউটিং গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়নকারী ঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং অর্থ বিভাগ।

৩.২.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টির বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল।

বাস্তবায়নকারী ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৩.২.৬ পূর্বের ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের সমন্বয় করা হবে।

আলোচ্যসূচী-৪ঃ <u>২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে আইসিটিখাতের জন্য ১০০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ ব্যবহারের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ</u>

৪.১ সভায় গত অর্থ বছরে আইসিটি উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকায় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরা হয়। চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ১১২ কোটি টাকায় গৃহীত কর্মসূচীর বিবরণও সভায় তুলে ধরা হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। মাননীয় মন্ত্রী আইসিটি খাতে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের বিশেষ বিবেচনার বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন।

৪.২ সিদ্ধান্ত ঃ

৪.২.১ এ বছর বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে দ্রুততার সাথে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী ঃ বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

৪.২.২ আইসিটি উন্নয়ন খাতে প্রয়োজন হলে আরো অর্থ বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২.৩ বাস্তবায়নকারী ঃ বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ।

শাহিদ হাসান
উপ-সচিব
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ
প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আলোচ্যসূচী-৫ঃ হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার পার্ক ও আইটি ভিলেজ স্থাপনের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

৫.১ আলোচনা ঃ

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে হাই-টেক পার্ক স্থাপনের অগ্রগতি সভায় তুলে ধরা হয়। সে সাথে মহাখালীসহ দেশের অন্যান্য বিভাগেও আইটি ভিলেজ স্থাপন করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। আইটি শিল্পের বিকাশের স্বার্থে কাওরান বাজারে অবস্থিত অব্যবহৃত সরকারী ভবন জনতা টাওয়ারে একটি সফটওয়্যার পার্ক স্থাপন এবং বিসিসি ভবনের উর্ধমূখী সম্প্রসারণের বিষয়ে মাননীয় বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী, বেসিস সভাপতি এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি তাঁদের আলোচনায় গুরুত্বারোপ করেন। সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হাই-টেক পার্কে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়াধীন কালিয়াকৈর ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের অব্যবহৃত জমি হতে কমপক্ষে ১০ একর জমি পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের জন্য প্রদানের বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রসংগে আলোচনায় অংশ নিয়ে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় জানান, পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের জন্য ভূমি প্রদানের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিটিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভায় গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের মালিকানাধীন জমি হতে ১০ (দশ) একর জমি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অধিকন্তু, বিদ্যুৎ বিভাগকে ভূমি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিটিসিএল-কে পিডিবি'র সাথে সমঝোতা স্মারক প্রস্তুত ও স্বাক্ষর করে অতিসত্বর জমি হস্তান্তরের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৫.২ সিদ্ধান্ত ঃ

৫.২.১ কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ প্রদানের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়নকারী ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

৫.২.২ কাওরান বাজারস্থ জনতা টাওয়ারে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি সফটওয়্যার পার্ক স্থাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে জনতা টাওয়ারটি বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

বাস্তবায়নকারী ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

৫.২.৩ মহাখালীতে আইটি ভিলেজ স্থাপনের জন্য নির্ধারিত জমিতে থাকা বস্তির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।

মিহিন হাসান
উপ-সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ

বাস্তবায়নকারী ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

আলোচ্যসূচী-৬ঃ বাংলাভাষায় ডোমেইন নেম চালু, দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা, ই-পেমেন্ট গেটওয়ে, ই-টেন্ডারিং ও ডি-একনেক চালু করা প্রসঙ্গে অগ্রগতি অবহিতকরণ ঃ

৬.১ আলোচনা :

বাংলা ভাষায় ডোমেইন নেম চালু, দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা, ই-পেমেন্ট গেটওয়ে, ই-টেন্ডারিং ও ডি-একনেক চালু করার অগ্রগতি সম্পর্কে সচিব, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় জানান যে, আগামী ডিসেম্বর ২০১০ এর মধ্যে বাংলা ভাষায় ডোমেইন নেম চালু করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে ই-লেনদেন, ই-কর্মাস, ই-প্রকিউরমেন্ট চালুর উদ্দেশ্যে আইসিটি (সংশোধন) আইন-২০০৯-এর আওতায় ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন ও কার্যকর করার লক্ষ্যে Controller of Certifying Authority (CCA)-এর কার্যক্রম চালুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিরাপদ ও সুষ্ঠু তথ্য আদান-প্রদান, আর্থিক লেনদেন বিশেষ করে আন্তঃব্যাংক আর্থিক লেনদেন নিশ্চিতকরণের জন্য e-payment gateway স্থাপন অপরিহার্য। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইন্টারনেটে স্থানীয় মুদ্রায় ক্রেডিট কার্ডভিত্তিক লেনদেনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এর আওতায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক e-payment gateway স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের সকল ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ (NPS) স্থাপনের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এ চারটি সংস্থার ২০টি এজেন্সিতে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি চালু করার কার্যক্রম চলছে। অন্যদিকে ২০১৩ এর মধ্যে ২৭৭ টি ক্রয়কারী এজেন্সিতে ই-টেন্ডারিং চালু করা হবে। একনেক সভায় উপস্থাপিত প্রকল্প দলিলসমূহ অনলাইনে দাখিল, মূল্যায়ন ও সভায় উপস্থাপনের জন্য ডিজিটাল একনেক (ডি-একনেক) চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি সফটওয়্যার তৈরি করে তা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে অনলাইনে প্রকল্প দলিলসমূহ জমাদানের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। আগামী জুন ২০১১ মাসের মধ্যে এ কার্যক্রম সমাপ্ত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

৬.২ সিদ্ধান্ত ঃ

৬.২.১ ডিসেম্বর ২০১০ এর মধ্যে বাংলা ভাষায় ডোমেইন নেম চালুকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী ঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরী কমিশন।

৬.২.২ দ্রুততার সঙ্গে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী ঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।

৬.২.৩ দ্রুততার সাথে ই-পেমেন্ট গেটওয়ে চালু করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

শাহিদ হাসান
উপ-সচিব
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ
প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৬.২.৪ আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে ই-টেন্ডারিং চালু করতে হবে।

বাস্তবায়নকারীঃ সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (CPTU), আইএমইডি।

৬.২.৫ জুন ২০১১ সালের মধ্যে ডি একনেক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারীঃ এএসআইসিটি প্রকল্প, পরিকল্পনা কমিশন।

আলোচ্যসূচী-৭ঃ নাগরিক ডাটাবেস ব্যবহার করে ই-সার্ভিস প্রদান ঃ

৭.১ আলোচনাঃ

নাগরিক ডাটাবেস ব্যবহার করে বিভিন্ন সেবা প্রদানের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে সভায় তুলে ধরা হয়।

৭.২ সিদ্ধান্তঃ

নাগরিক ডাটাবেস ব্যবহার সংক্রান্ত সমন্বিত উদ্যোগের বিষয় কোন সংস্থা কিভাবে বাস্তবায়ন করবে তা পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করা হবে।

বাস্তবায়নকারী ঃ জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি।

আলোচ্যসূচী-৮ ঃ ডিজিটাল পাবলিক গবেষণা, উদ্ভাবন ও উদ্যোগ (রিসার্স, ইনোভেশন ও ইনিশিয়েটিভ) তহবিল গঠন ঃ

৮.১ আলোচনা ঃ

সভায় জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালায় বর্ণিত করণীয় বাস্তবায়ন ও আইসিটি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা উদ্ভাবনের সুবিধার্থে একটি তহবিল গঠনের গুরুত্ব সভাপতি বেসিস, সভাপতি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি এবং অন্যান্য সদস্যগণ তুলে ধরেন।

৮.২ সিদ্ধান্ত ঃ

প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের বাজেট হতে ব্যয় নির্বাহ করবে।

বাস্তবায়নকারীঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

আলোচ্যসূচী ৯ ঃ বিবিধ

আলোচনায় অংশ নিয়ে এফবিসিসিআই সভাপতি বলেন যে, আইসিটি রেডিনেস ইনডেক্স আরো এগিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। তিনি চট্টগ্রাম কাষ্টম হাউজের অনুরূপ বেনাপোল, খুলনাসহ অন্যান্য বন্দর/স্থল বন্দরে অটোমেশন করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। বেসিস সভাপতি এ সকল কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামোর সাথে সার্ভিস সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রম সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব মডেলে করার বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনাব আনীর চৌধুরী গ্রামীণ পর্যায়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ পিপিপি এর মাধ্যমে করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি উপজেলা পর্যায়ে ই-গভর্ন্যান্স এর কাজ করার জন্য বিভিন্ন অফিসসমূহে হার্ডওয়্যার প্রদানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সভায় তুলে ধরেন।

ড. ইয়াসমিন হক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারের চেয়ে শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে সরাসরি পাঠদান অধিকতর কার্যকর উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার-পারদর্শী করার জন্য ল্যাব স্থাপনের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ দেশের প্রায় ৩০ হাজারেরও অধিক মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব স্থাপনের জন্য প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে বিধায় এ পর্যায়ে ল্যাব স্থাপনের চেয়ে ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর প্রদানের যৌক্তিকতার বিষয় সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি গ্রাম পর্যায়ে বিদ্যুতের অনুপস্থিতিতে ল্যাপটপের ব্যাটারি ব্যাকআপ সাপোর্ট কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মত প্রকাশ করেন। অন্যদিকে ড. মুনাজ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের বাল্ব সহজে নষ্ট হওয়ার বিষয় উল্লেখ করে এ কাজে টেলিভিশন ব্যবহার করার বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরো জানান যে, যে সকল স্থানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে ল্যাপটপ চালানো গেলেও প্রজেক্টর ব্যাটারি দিয়ে চালানো যাবে না। সভাপতি, কম্পিউটার সমিতি কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য শিক্ষক এবং পেশাজীবীদের স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য তহবিল গঠনের বিষয়ে আলোচনা করেন।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রশিক্ষণ প্রমিতকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি পিপিপি এর মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন।

মাননীয় চেয়ারপারসন আলাদা টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষ শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া যায় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন ।

৬.২ সিদ্ধান্ত ঃ

৬.২.১ সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব মডেলে বিভিন্ন ICT ভিত্তিক সেবা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ পর্যায়ে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নকারী ঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৬.২.২ উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরে ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হার্ডওয়্যার সংগ্রহ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী ঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

সভায় উপস্থিত হওয়া এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে চেয়ারপারসন সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আবদুর রব হাওলাদার)
সচিব
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য সচিব
ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স

(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
চেয়ারপারসন
ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স

সচিব
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৯ শ্রাবণ, ১৪১৭/০৩ আগস্ট ২০১০ তারিখ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর ১ম সভায় উপস্থিত সদস্য, আমন্ত্রিত ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণের তালিকা :

ক) 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর মাননীয় সদস্যবৃন্দ ঃ

০১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০২। মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়।
০৩। মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
০৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
০৫। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সচিব, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশন, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা।
১১। জনাব মাহফুজুর রহমান, কার্যনির্বাহী পরিচালক, বিসিসি।
১২। ড. মনিরুল ইসলাম, পর্যবেক্ষক/প্রতিনিধি, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৩। ড. সুলাইয়া পারভীন, পর্যবেক্ষক/প্রতিনিধি, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪। জনাব মোস্তফা জব্বার, সভাপতি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি, (বিসিএস), ১২ বিপণন কমার্শিয়াল এরিয়া, সোনারগাঁও, সোনারতরী টাওয়ার,ঢাকা।
১৫। জনাব মাহবুব জামান, সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস, (BASIS) বিএসআরএস ভবন, কাওরান বাজার ঢাকা।
১৬। সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (FBCCI), মতিঝিল, ঢাকা।
১৭। জনাব অনন্য রায়হান, নির্বাহী পরিচালক , ডি-নেট, ৬/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
১৮। জনাব আমীর চৌধুরী, পরামর্শক, একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৯। জনাব ড. মুনাজ আহমেদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২০। জনাব শামীম আহসান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস, (BASIS) বিএসআরএস ভবন, কাওরানবাজার ঢাকা।
২১। ড. ইয়াসমিন হক, অধ্যাপক, কম্পিউটার বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

খ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ঃ

০১। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
০২। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
০৩। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
০৪। পরিচালক-৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

গ) বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ঃ

০১। জনাব দিলীপ কুমার বসাক, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব
০২। জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ
যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত)
০৩। জনাব রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)
০৪। জনাব শ্যামা প্রসাদ বেপারী
(উপ-বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা)

সাজিদা হাসান

NiazAli letter

০৫। জনাব শাহিদ হাসান
উপ-সচিব (অধিশাখা-১০)

০৬। জনাব এ এন এম সফিকুল ইসলাম
উপ-সচিব (অধিশাখা-১৩)

০৭। প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাফর উল্যাহ
মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব

০৮। প্রকৌশলী আতাউল মাহমুদ
মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব

০৯। জনাব মনির হাসান
কনসালটেন্ট

১০। জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন
জনসংযোগ কর্মকর্তা

১১। জনাব মোঃ হোসেন বিন আমিন
প্রোগ্রামার

১২। জনাব মোঃ একরামূল হক
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অধিশাখা-১৩

শাহিদ হাসান
উপ-সচিব
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ
প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।